

নারী অভিবাসন

বাংলাদেশ হতে ১৯৯০ সাল থেকে পুরুষ শ্রমিকের পাশাপাশি মহিলা শ্রমিকরাও অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। অভিবাসী নারী শ্রমিকরা অল্প শিক্ষিত ও অসচেতন হবার কারণে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা এবং নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন। এ কারণে আমাদের সরকার অদক্ষ ও আধাদক্ষ নারীদের অভিবাসনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এ সময় রামরু কর্তৃক গবেষণা থেকে দেখা যায়, নিষেধাজ্ঞার কারণে নারী অভিবাসন বন্ধ হয়নি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে তারা অবৈধভাবে যাচ্ছেন এবং আরও বেশি করে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন। এসব কারণ দেখিয়ে রামরুসহ আরও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান সরকারকে প্রভাবিত করেন নারী অভিবাসন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করে সঠিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে নারী শ্রমিককে বিদেশ পাঠানোর জন্য। এর দ্বারা পরিবার ও দেশ উভয়ই লাভবান হবে। অবশেষে ২০০৩ সালে সরকার নারী অভিবাসনের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। ২০০৬ সালে তৈরিকৃত অভিবাসী শ্রমিক নীতিমালায় পুরুষ এবং নারী শ্রমিকের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। আমাদের দেশ থেকে মোট ২০,০০০ নারী শ্রমিক বিদেশ গিয়েছেন। ১৯৯১ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত শতকরা ১ ভাগেরও কম নারী বিদেশ গিয়েছেন কিন্তু ২০০৬ সালে মোট অভিবাসীর শতকরা ৬ ভাগ ছিলেন নারী।

নারী শ্রমিকের আন্তর্জাতিক বাজার

বাংলাদেশ থেকে নারী শ্রমিকরা সাধারণত সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে যান। এছাড়াও অন্যান্য অনেক দেশে নারী শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে এবং ক্রমশই এ চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে মহিলা শ্রমিকের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে নারীরা সাধারণত গৃহকর্মী, গার্মেন্টস কর্মী, ক্লিনার, দোকানের বিক্রয়কর্মী, নার্স এবং অন্যান্য পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে যান। একজন নারীর অভিবাসনের খরচ একজন পুরুষের তুলনায় কম।

বয়স

১৮ বছরের বেশি যে কোন নারী বিদেশে যেতে পারেন, তবে গৃহকর্মী ও গার্মেন্টস কর্মীর ক্ষেত্রে বয়স ২৫-৪৫ বছর হতে হবে। অন্যদিকে নার্স এর চাকরি করতে যে কোন বয়সের নারী বিদেশ যেতে পারেন।

বিএমইটি'র পর্যবেক্ষণ

অভিবাসনের জন্য বিএমইটি কর্তৃক ছাড়পত্র পাবার ক্ষেত্রে নারী অভিবাসীদের বিএমইটি'র একটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে হয়। নারী অভিবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার কর্তৃক এই ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই সাক্ষাৎকারে যেসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয় সেগুলো হল :

- বয়স।
- অবিবাহিত নারী শ্রমিকের জন্য তার পিতার বা পিতার অবর্তমানে বৈধ অভিভাবকের এবং বিবাহিত নারী শ্রমিকের জন্য স্বামীর সম্মতিসূচক সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয়।
- গন্তব্য দেশে কোন আত্মীয়-স্বজন/পরিচিত কেউ আছে কিনা তা জানাতে হয়।
- যে পেশায় যাচ্ছেন সেই পেশা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য জানেন কিনা তা জানাতে হয়।
- পেশা বিষয়ক প্রশিক্ষণ আছে কিনা (নার্স পেশার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। অন্যান্য ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়) তার সার্টিফিকেট দেখাতে হয়।

কাজ সম্পর্কিত তথ্য ও প্রশিক্ষণ

একজন নারী তার অভিবাসনের পূর্বে অবশ্যই গন্তব্য দেশের ভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন এবং সংশ্লিষ্ট পেশার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। বিশেষ করে গৃহকর্মীর কাজে যারা যান তাদের গৃহকর্মে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং সেই দেশের রীতি অনুযায়ী প্রাত্যহিক কাজগুলো শিখে নিতে হবে। একজন নারী অভিবাসী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জেনে নিলে তার কাজের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা কম থাকে।

- গন্তব্য দেশের রান্না এবং পরিবেশনের নিয়ম।
- ইন্ড্রি, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ওয়াশিং মেশিন, ফুড প্রসেসর, গৃহে বাতি জ্বালানো ও নিভানো, জরুরি সংকেত ইত্যাদির ব্যবহার।
- বাজারের হিসাব রাখা।
- গৃহকর্মীর কাছ থেকে কাজ বুঝে নেওয়া।
- বাড়ির সদস্যদের সম্মানসূচক সম্বোধন করার নিয়ম।
- ফোন রিসিভ করা এবং ফোনে কথা বলা।
- অতিথি আপ্যায়ন।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা।
- দেয়ালে হাত বা হেলান দিয়ে ময়লা না করা।
- যেখানে সেখানে ময়লা ও থুতু না ফেলা।
- গন্তব্য দেশের প্রচলিত পোশাক পরিধান করা। এক্ষেত্রে শাড়ি পরিহার করে সালোয়ার কামিজ পরিধান উত্তম।
- রান্না করার সময় চুল বেঁধে ও মাথায় ক্যাপ দিয়ে রান্না করা।
- সকলের সাথে অমায়িক ব্যবহার করা।



প্রশিক্ষণরত মহিলা

ঢাকায় বিএমইটি কর্তৃক মহিলা অভিবাসীদের জন্য ১৫ দিন এবং ১ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা



আছে। এতে গন্তব্য দেশের আবহাওয়া, আচার আচরণ, কাজের নিয়ম-কানুন প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একজন নারী এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অভিবাসন করতে পারেন। প্রশিক্ষণ ফি তিনশ টাকা এবং থাকা খাওয়া নিজের। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঠিকানা ঃ শেখ ফজিলাতুন্নেছা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দারুলস সালাম, মিরপুর, ঢাকা।

নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় করণীয়

একজন নারীকে স্বাধীনভাবে অভিবাসন করার সিদ্ধান্ত নিতে হতে হবে। দেশের ভেতরে প্রতিনিয়ত নারীরা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। কিন্তু অভিবাসী নারী যদি সামান্যতম নির্যাতন/হয়রানির শিকার হয় তাহলে সেটা নিয়ে খুব সমালোচনা করা হয় এবং সেই সুযোগে নারী অভিবাসন বন্ধের জন্য প্রচারণা চালানো হয়।

এটা মনে রেখে একজন নারী অভিবাসীকে তার নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।
এক্ষেত্রে যা যা করা প্রয়োজন :

- নিজের নিরাপত্তা নিজে নিশ্চিত করতে হবে।
- কোন খালি স্থানে (লিফট, বাস, ট্রেন) একা চলাফেরা না করা বা এড়িয়ে চলা।
- কোন পুরুষের সাথে একা কোথাও না যাওয়া।
- অপরিচিত বা অল্পপরিচিত কারও সাথে কোথাও না যাওয়া।
- বাংলাদেশী কিছু খারাপ লোক মহিলাদের ভাল বেতনের লোভ দেখিয়ে কাজ থেকে বের করে নিয়ে আসে এবং অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। সুতরাং দূতাবাসের সহযোগিতা ছাড়া কাজ বদলানো খুবই বিপদজনক।
- বাংলাদেশের দূতাবাসের ঠিকানা সবসময় সঙ্গে রাখা এবং যে কোন বিপদে তাদের শরণাপন্ন হওয়া। মহিলা অভিবাসীদের জন্য দূতাবাসে আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা আছে।
- বাড়ির গৃহকর্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যেন বিপদের সময় তিনি সাহায্য করতে পারেন।
- কোথাও কাজ করতে গেলে সেখানকার জরুরি ব্যবস্থা সম্পর্কে আগেই জেনে নিতে হবে।
- বাড়ির পুরুষদের উপস্থিতিতে তাদের সামনে বের না হওয়া।

বিদেশে বাড়ির মায়া কাটাতে করণীয়

একজন নারী অভিবাসী দেশে তার পরিবার, স্বামী ও সন্তান রেখে অন্য একটি দেশে যান। বাড়ির জন্য তার খারাপ লাগে, কাজে মনোযোগ দিতে পারেন না, ছোট সন্তানের কথা মনে করে ফেরত আসতে চান। কিন্তু এটা কাজের মনোযোগ নষ্ট করে, ক্ষতি ডেকে আনে। কাজে মনোযোগ না থাকলে একজন কর্মী সঠিকভাবে কাজ করতে পারেন না, সেক্ষেত্রে তিনি চাকরি হারাতে পারেন। ফলে চাকরি হারিয়ে তিনি বিদেশ-বিভূঁইয়ে বিপদে পড়তে পারেন অথবা ফিরে আসলেও আর্থিক ক্ষতি এড়ানো যায়না। পরিবারের ভাল করার জন্য তিনি বিদেশ যান কিন্তু নিজের মানসিক দুর্বলতার কারণে সমস্যার তৈরি হতে পারে। এ কারণে একজন নারী অভিবাসীকে তার মনোকষ্ট দূর করতে সচেষ্ট হতে হবে। আগে থেকে যদি তিনি সচেতন থাকেন এবং ভেবে-চিন্তে পদক্ষেপ নেন তাহলে তিনি মনোকষ্ট অনেকটা লাঘব করতে পারবেন। একজন নারী অভিবাসী তার মনোকষ্ট দূর করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন :

- দেশে রেখে যাওয়া পরিবারের সাথে প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার ফোনে যোগাযোগ রাখা।
- সন্তান বা পরিবারের আপন জনের ছবি সাথে রাখা।
- বিদেশে অবস্থিত অন্যান্য স্বদেশী কর্মীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- বাড়ির গৃহকর্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক রাখা।
- অবসরে টেলিভিশন দেখা।
- বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে গৃহকর্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে গৃহকর্ত্রীর সাথে যোগ দেওয়া।
- নিজের সমস্যা নিয়ে অন্যান্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা।
- ধর্মীয় অনুশীলন এবং সুস্থ বিনোদনে অংশ নেওয়া।
- সর্বোপরি কাজে অধিক মনোনিবেশ করা।

